মনোনয়নের মহত্ব

(Greatness of Election)

আদিপুস্তক ২৬ অধ্যায় ১২-৩৫ পদ

আদিপুস্তক ২৬:১-১১ পদ থেকে গত সপ্তাহে আমরা দেখেছি, পিতা অব্রাহামের জীবনে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল, সেগুলি যখন পুত্র ইস্হাকের জীবনেও পুনরাবৃত্ত হয়েছিল, তখন একটি ঘটনার ক্ষেত্রে ইস্হাক পিতা অব্রাহামের পাপকাজের অনুকরণ করেনি; কিন্তু অন্য ঘটনাটির ক্ষেত্রে ইস্হাক একইভাবে পিতা অব্রাহামের অনুকরণ করেছে। প্রথম ঘটনাটি হল, প্রতিজ্ঞাত দেশ কনানে যখন পুনরায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল, তখন ঈশ্বরের কথা মেনে ইস্হাক প্রাচুর্যপূর্ণ মিসরে নেমে যায়নি। কিন্তু দ্বিতীয় ঘটনাটি হল, গরারের অধিবাসীদের কাছে ইস্হাক নিজের স্ত্রী রিবিকাকে নিজের বোন বলে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল। এইভাবে, ইস্হাকও তার পিতার অনুকরণে পাপ করে ও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসে স্থির থাকতে ব্যর্থ হয়।

আজ আমরা যে শাস্ত্রাংশ পাঠ করেছি, তার বেশির ভাগ অংশই ইস্হাকের বিষয় বর্ণনা করেছে, কিন্তু শেষের কয়েকটি পদ এষৌর কথা বলেছে। আমরা দেখতে চলেছি, তাদের জীবন ও আচার-আচরণে কত পার্থক্য ছিল। এই শাস্ত্রাংশে যদিও যাকোবের কথা বলা হয়নি, কিন্তু তাকেও আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখতে পাব। এখন, এরা ৩ জনেই অব্রাহামের শারীরিক বংশধর, তথাপি কেন তাদের মধ্যে এত পার্থক্য? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আজ আমরা ঈশ্বরের **মনোনয়নের মহত্বকে** দেখতে চলেছি।

১। ঈশ্বর ইস্হাককে আশীর্বাদ করলেন: ইস্হাক যখন এইভাবে পাপ করল ও ব্যর্থ হল, তখন ঈশ্বর কি তাঁর সঙ্গে থাকবেন ও তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবেন? পরবর্তী শাস্ত্রাংশে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞা মতো ইস্হাককে তাঁর সাহচর্য দিয়েছিলেন। ইস্হাকের পাপ ও ব্যর্থতা সত্ত্বেও ঈশ্বর ইস্হাকের প্রতি তাঁর বিশ্বস্ততা পালন করেছেন। ইসহাকের উপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছিল এবং ইস্হাক ধনবান হয়েছিল। ১২-১৩ পদে বলা হয়েছে, ***"ইস্হাক সেই দেশে কৃষিকাজ করে সেই বৎসর শত গুণ শস্য পেলেন, এবং সদাপ্রভু তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। আর ইসহাক বৃদ্ধি পেয়ে অতি ধনি হলেন।"*** এই কথার অর্থ, সেই দুর্ভিক্ষের সময়ও ইস্হাক যা বপন করেছিল, তা থেকে ১০০ গুণ ফসল লাভ করেছিল এবং ফলস্বরূপ সে জাগতিক ধনে ধনবান হয়েছিল।

২। জাগতিক আশীর্বাদ ও সমস্যা: কিন্তু জাগতিক আশীর্বাদ সর্বদা আমাদের বিভিন্ন সমস্যা ও কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি করে থাকে। পিতার ন্যায় ইস্হাকও উপলব্ধি করল, দারিদ্রের ন্যায় প্রাচুর্যও আমাদের পরীক্ষার মুখোমুখি করে (অব্রাহাম ও লোটের পশু ও দাসদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার কারণে, তাদের দাসদের মধ্যে বিবাদ, যা তাদেরকে পৃথকীকৃত করেছিল, আদি ১৩:৫-৭)। ইস্হাক যে সমস্ত পলেষ্টীয়দের (ফিলিস্তিনীদের) মধ্যে বসবাস করছিল, তারা ইস্হাকের ধন সম্পত্তি এইভাবে বৃদ্ধি পেতে দেখে ইস্হাককে ঈর্ষা করতে শুরু করল। ১৪ পদে বলা হয়েছে, ***"তার মেষধন ও গোধন এবং অনেক দাস-দাসী হল, আর পলেষ্টীয়রা তার প্রতি ঈর্ষা করতে লাগল।"*** কিন্তু কেবল মনে মনে ঈর্ষা করা নয়, তারা বিভিন্ন উপায়ে ইস্হাককে নাজেহাল করতে শুরু করল। ১৫ ও ১৬ পদে আমরা দেখতে পাই, তার সেই বিশাল মেষপাল ও গরুদের জন্য যে সমস্ত কূপ থেকে পান করার জল তোলার প্রয়োজন ছিল, তারা সেই সমস্ত কূপ মাটি দিয়ে পূর্ণ করে দিচ্ছিল; এবং শেষ পর্যন্ত তাদের রাজা অবিমেলক ইস্হাককে তাদের দেশ ত্যাগ করতে পর্যন্ত অনুরোধ করল।

এখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে, ঈশ্বর কেন এইভাবে এক হাতে দিলেন, কিন্তু অন্য হাতে তা কেড়ে নিলেন? এই অভিজ্ঞতার দ্বারা ঈশ্বর ইস্হাককে যে সত্য উপলব্ধি করার সুযোগ দিয়েছিলেন, তা হল, তার পিতার ন্যায় ইস্হাকও সেই প্রতিজ্ঞাত দেশে একজন বহিরাগত **প্রবাসী** বা **বিদেশী**। এর দ্বারা ইস্হাক সেই সত্য গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল যে, তার প্রতি ঈশ্বরের চূড়ান্ত আশীর্বাদ জাগতিক ধন নয়, তা তার থেকে পৃথক ও অধিক কোনও বিষয়। ঈশ্বর

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

অব্রাহামের সঙ্গে যে চুক্তি করেছিলেন, তা কেবল পার্থিব এক খণ্ড জমির মালিকত্ব নয়। কারণ, ইস্হাক দেখতে পেল, সেই দেশ অধিকার করার পরিবর্তে সেই দেশের অধিবাসীদের দ্বারা ইসহাক দেশের সেই অংশ থেকে উচ্ছিন্ন হয়েছে (১৭ক পদ)। আদি ২৬:৪ পদে, ঈশ্বর অব্রাহামের সঙ্গে যে চুক্তি করেছিলেন, ইস্হাকের সঙ্গে সেই চুক্তির নবীকরণ করে বলেছিলেন, *"তোমার বংশকে এই সমস্ত দেশ দেব, ও তোমার বংশে পৃথিবীর যাবতীয় জাতি আশীর্বাদ পাবে।"* কিন্তু এখানে ইস্হাক যে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, তা সম্পূর্ণ বিপরীত। গরারে বসবাসকারী সেই জাতির লোকরা ইস্হাককে উপদ্রব জ্ঞান করে অভিশাপ দিতে উদ্যত। আর তাই তারা তার উপর অত্যাচার শুরু করেছে, ইসহাকের দাসরা যখন পিতা অব্রাহামের সময়কার কূপ পুনরায় খনন করত, তখন পলেষ্টীয়রা এসে তা তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিত (১৮-২১ পদ)। পাপে পতিত পৃথিবীতে বিশ্বাসী আমরা সকলে একই অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকি। ইস্হাক ধনী হলেও, ঈশ্বর তার প্রতি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তার সঙ্গে তার বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে ছিল বিশাল ব্যবধান।

৩। ইস্হাকের ধৈর্যশীলতা: এইভাবে, একের পর এক কূপ খনন ও পলেষ্টীয়দের দ্বারা তা অধিকৃত হওয়ার অভিজ্ঞতার দ্বারা ইস্হাক ক্লান্ত হতে পারত এবং ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাকে সন্দেহ করতে পারত। কিন্তু ইস্হাক পরীক্ষাসিদ্ধতার পরিচয় দিয়েছে, ধৈর্য ধরে তাদের অত্যাচার সহ্য করেছে এবং শেষ পর্যন্ত এমন কূপের সন্ধান পেয়েছে, যা নিয়ে পলেষ্টীয়রা বিবাদ করেনি (২২ পদ)। ফলস্বরূপ, ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ইস্হাক সেই কূপের নাম "**রেহোবোৎ**" (প্রশস্ত স্থান) রেখেছে, এবং বিশ্বাস স্বীকারোক্তি করে বলেছে, *"এখন সদাপ্রভু আমাদের প্রশস্ত স্থান দিলেন, আমরা দেশে ফলবন্ত হব"* (২২খ)। আদিপুস্তক ১:২৮ পদে মানুষ সৃষ্টি করার পর ঈশ্বর তাদের যে আদেশ করেছিলেন, তা হল, *"তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ ও বশীভূত কর।"* এখানে ইস্হাকের এই স্বাকীরোক্তির মধ্যে আমরা দেখতে পাই, সেই আদেশ পূর্ণ করতে ঈশ্বর ইস্হাককে প্রশস্ত স্থান উপহার দিয়েছেন। শেষে বের-শেবাতে সদাপ্রভু ইস্হাককে দর্শন দিলেন, তার প্রতি চুক্তি পাকা করলেন; আর ইস্হাক সেখানে ঈশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞবেদি নির্মাণ করলেন ও তাঁর আরাধনা করলেন (২৩-২৫ পদ)। ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতার মাধ্যমে ইস্হাকের বিশ্বাস পুরস্কৃত হল।

৪। প্রতিবেশিদের সঙ্গে শান্তি রক্ষা: প্রতিবেশিদের সঙ্গে শান্তিতে বাস করার এই যে প্রচেষ্টা ইস্হাক চালিয়েছে, তা শেষপর্যন্ত ফল ধারণ করল। অবিমেলক নিজে এসে বের-শেবাতে ইস্হাকের সঙ্গে চুক্তি স্থাপন করল, এ হল সেই একই স্থান যেখানে তার পূর্বপুরুষ অব্রাহামের সঙ্গে চুক্তি স্থাপন করেছিল (২৬:২৬ এবং ২১:২২-২৪)। এমন ঘটনা সর্বদাই ঘটে থাকে, আমরা যদি সঠিক ভাবে আমাদের জীবন যাপন করি, ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে আমাদের জীবনে কিছু আকর্ষনীয় বিষয় থাকতে বাধ্য। আমাদের মধ্যে ভালোবাসা দেখে তারা আমাদের চিনতে পারে (যোহন ১৩:৩৫)। ক্ষোভপূর্ণ ব্যক্তি বা সমস্যা-সৃষ্টিকারী ব্যক্তি হিসাবে নয়, কিন্তু শান্তি-স্থাপনকারী হিসাবে তারা আমাদের জানে। রোমীয় ১২:১৭-১৮ পদে পৌল বিশ্বাসী আমাদের বলেছে, আমরা যেন *মন্দের পরিশোধে মন্দ না করি, সমস্ত মানুষের যা উত্তম, ভেবে চিন্তে তা-ই করি; যদি সাধ্য হয়, আমাদের যত দূর হাত থাকে, সমস্ত মানুষের সঙ্গে শান্তিতে থাকি।* আমরা ইস্হাককে এই আদেশ পালন করতে দেখি। ইস্হাক পরিষ্কারভাবে মন্দের পরিশোধে মন্দকে এড়িয়ে গেছে। আদি ২৬:২৯ পদে অবিমেলক যখন তাকে এমন কথা বলেছিল, *"আমরা যেমন আপনাকে স্পর্শ করিনি, ও আপনার মঙ্গল ছাড়া আর কিছুই করিনি, বরং আপনাকে শান্তিতে বিদায় করেছি,"* তখন ইস্হাক অবশ্যই তার সেই কথার প্রতিবাদ করতে পারত এবং এর আগে কূপ সংক্রান্ত বিবাদে নতুন করে আগ্নি সংযোগ করতে পারত। কিন্তু ইস্হাক তা করার পরিবর্তে সহ্য শক্তির পরিচয় দিয়েছে, যার কথা জ্ঞানী শলোমন এমনভাবে বর্ণনা করেছে, *"মানুষের বুদ্ধি তাকে ক্রোধে ধীর করে, আর দোষ ছেড়ে দেওয়া তার শোভা"* (হিতোপদেশ ১৯:১১)।

৫। ইম্মানুয়েল ঈশ্বর: কিন্তু অবিমেলকের সঙ্গে ইস্হাকের এই চুক্তির মধ্যে আরও গভীর সত্য

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

বর্তমান। আদি ১২:৩ পদে ঈশ্বর অব্রাহামের প্রতি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এবং ২৬:৪ পদে ইস্হাকের সঙ্গে যে প্রতিজ্ঞার নবীকরণ করেছিলেন, তার একটি দিক হল, পৃথিবীর সমস্ত জাতি অব্রাহাম ও তাঁর বংশধরদের মাধ্যমে আশীর্বাদ পাবে। এর অর্থ, অব্রাহাম ও তাঁর বংশধরদের সঙ্গে সম্পর্কের মাধ্যমে জাতিসমূহ সেই শান্তির খোঁজ পাবে, যা অব্রাহামের চূড়ান্ত সন্তান, **যীশু খ্রীস্টের** সঙ্গে সম্পর্কের দ্বারা তারা পাবে।

প্রশ্ন হল, অবিমেলক কী দেখে ইস্হাকের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল? আদি ২৬:২৮ পদে অবিমেলক ও তার বন্ধু বলেছে, *"আমরা স্পষ্টই দেখলাম, সদাপ্রভু আপনার সহবর্তী।"* তার জীবনধারা, তার শান্তিপ্রিয়তা, ও তার জীবনের আশীর্বাদসমূহের দ্বারা ইস্হাক তাদের কাছে তার জীবনে ঈশ্বরের সহবর্তীতাকে প্রদর্শিত করেছে। এর দ্বারা সে তাদের কাছে ইম্মানুয়েল, তথা 'আমাদের সঙ্গে ঈশ্বরের' বাস্তব অর্থ প্রকাশ করেছে। তার জীবন লোকদেরকে সেই ঈশ্বরের দিকে তাকাতে বাধ্য করেছে, সে যাঁর সঙ্গে প্রতিদিন পথ চলে। আর তার দ্বারা ইস্হাক লোকদেরকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করেছে, যিনি স্বয়ং ইম্মানুয়েল হয়ে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে প্রকৃত শান্তি স্থাপন করবেন। পার্থিব প্রাচুর্যে নয়, কিন্তু স্বর্গীয় ধনে আমাদের ধনবান (ইফিষীয় ১:৩) করতে যীশু পৃথিবীতে এসেছিলেন। তিনি কেবল আমাদের থাকবার জন্য স্থান দিতে বা কূপের উপর আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হননি, পরিবর্তে তিনি আমাদের সেই জীবন জল দিতে এসেছিলেন, যা আমাদের কাছ থেকে সমস্ত জাতির কাছে পৌঁছাবে, এবং আমাদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে লোকরা তাঁতে বিশ্বাস করবে (যোহন ৭:৩৮)। এখন প্রশ্ন হল, আমাদের জীবনধারা দেখে কি লোকেরা এমন কথা বলে, *"আমরা স্পষ্টই দেখলাম, সদাপ্রভু আপনার সহবর্তী"*? আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আচার-ব্যবহারের দ্বারা কি লোকেরা সেই ঈশ্বরকে দেখতে পায়, যাঁর উপস্থিতি আমরা আমাদের জীবনে দাবি করে থাকি? আমাদের চারপাশের মানুষের কাছে কি আমরা আশীর্বাদ স্বরূপ?

কিন্তু যীশুর পার্থিব জীবনে আমরা দেখতে পাই, ক্রুশবিদ্ধ করে তাঁকে হত্য করার জন্য জাতিসমূহ তাঁর প্রজাদের সঙ্গে একযোগে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল। তথাপি, তাঁর মনোনীতদের তাঁর কাছে আনতে এবং ইহুদি ও পরজাতিদের এক সূত্রে গ্রথিত করতে, এই কাজও ছিল ঈশ্বরের সার্বভৌম পরিকল্পনার অংশ (প্রেরিত ৪:২৭-২৮)। ঠিক একইভাবে, আমাদের ধার্মিক জীবন-যাত্রা কখনও আমাদের চারপাশের মানুষের সঙ্গে ঝুট-ঝামেলাহীন সম্পর্কের গ্যারান্টি নয়। তাই, তার আধ্যাত্মিক পুত্র তীমথিয়কে পৌল এমন কথা লিখেছিলেন, *"যত লোক ভক্তিভাবে খ্রীস্ট যীশুতে জীবন ধারণ করতে ইচ্ছা করে, সেই সকলের প্রতি তাড়না ঘটবে।"* কিন্তু সেই তাড়নার মধ্যেও আমাদের শান্তিপূর্ণ আচরণ, মৃদুতা, ও ধৈর্যশীলতা লোকদেরকে আমাদের ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি দিতে বাধ্য করবে।

৬। এষৌর বিবাহ: ইস্হাকের দ্বারা এমন শান্তি-চুক্তি সাধিত হবার পর আদি ২৬ অধ্যায় এষৌর বিয়ের কথা বলে শেষ হয়েছে। ইস্হাকের জীবন থেকে খ্রীস্টবিশ্বাসী আমরা শিখেছি, আমাদের চারপাশের মানুষের সঙ্গে আমরা কী ধরণের সম্পর্কের অধিকারী হব: তাদের সঙ্গে শান্তিতে বাস করব, বিশ্বাসের পরিচয় দেব যেন আমাদের মধ্যে বাসকারী ঈশ্বরকে তারা দেখতে পায়। অন্যদিকে, আমরা এষৌকে দেখতে পাচ্ছি, যে আমাদের শিক্ষা দেয়, আমাদের চারপাশের অবিশ্বাসীদের সঙ্গে আমাদের কী প্রকার সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়া উচিৎ নয়। ৩৪ পদে বলা হয়েছে, *"আর এষৌ ৪০ বৎসর বয়সে হিত্তীয় বেরির যিহূদীত নামক কন্যাকে এবং হিত্তীয় এলোনের বাসমৎ নামক কন্যাকে বিয়ে করল।"* আদি ২৪ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, ইস্হাক যাতে কনানীয়দের সঙ্গে বিবাহ না করে, তার জন্য অব্রাহাম কত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কিন্তু সে বিষয়ে এষৌর কোনও মাথাব্যথা নেই। আধ্যাত্মিক বিষয়, অথবা প্রতিজ্ঞাত দেশ, অথবা বিশ্বাসে পৃথিবীতে প্রবাসীর ন্যায় জীবন যাপনে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। আর তাই ৪০ বৎসর বয়সে পিতা ইস্হাক যেমন রিবিকাকে বিয়ে করেছিল, এষৌও সেই একই বয়সে পরিজাতি দুইজন স্ত্রীকে গ্রহণ করল। সে তার পিতা-মাতার দুঃখের কারণ হয়ে উঠল (৩৫)।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

একইভাবে, আজ পৃথিবীর মাটিতে বিশ্বাসী আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া, যার দ্বারা আমরা জগতকে খ্রীস্টের প্রতি আকর্ষিত করতে পারি। আমাদের মধ্যে সেই লবণের স্বাদ থাকতে হবে, যা আমাদেরকে জগৎ থেকে পৃথক করে। কিন্তু জগতের মধ্যে থাকলেও আমরা জগতের নই। আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে, কিংবা বিনোদনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে অন্যদের থেকে পৃথক হতে হবে। বিভিন্ন খুঁত থাকা সত্ত্বেও, **ইস্হাক** এমন ব্যক্তি ছিল। আধ্যাত্মিক ও শারীরিকভাবে ইস্হাক ছিল অব্রাহামের সত্য সন্তান। যাকোবও শেষপর্যন্ত এমন ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু **এষৌ** কখনও আধ্যাত্মিক অর্থে অব্রাহামের সন্তান ছিল না, এবং কখনও হবেও না। আর এখানেই আমরা ঈশ্বরের মনোনয়নের মহত্ব দেখতে পাই।

৭। ঈশ্বরের মনোনয়নের মহত্ব: ঈশ্বরের মনোনয়নকে মেনে নিতে অনেকে ইতঃস্তত করে থাকেন। ঈশ্বরের মনোনয়ন কথার অর্থ, ঈশ্বর কিছু মানুষকে পরিত্রাণের জন্য মনোনীত করেছেন কিন্তু অন্যদেরকে বাদ দিয়েছেন। এখন যারা এই মতবাদের বিরোধিতা করে থাকেন, তারা ঈশ্বরের এই কাজের মধ্যে ন্যায়বিচারকে দেখতে পান না। তাই, তাদের মধ্যে অনেকে ঈশ্বরের এমন কাজের পক্ষে তাঁর **পূর্বজ্ঞানের** *(foreknowledge)* কথা বলে থাকেন। এর অর্থ, ঈশ্বর পূর্ব থেকেই জানেন, কারা তাঁকে পছন্দ করবে বা তাঁকে বিশ্বাস করবে; আর তাই তিনি তাদের পূর্বে মনোনীত করেছেন। কিন্তু বাইবেল আমাদের পরিষ্কার শিক্ষা দেয় যে, তাঁর মনোনীতদের প্রতি ঈশ্বরের প্রেম তাদের জন্মের পূর্বে, এমনকী জগত পত্তনের পূর্ব থেকে বর্তমান (ইফিষীয় ১:৪-৫)। এখন, আমরা যেহেতু তাঁকে প্রেম করব, সেইহেতু যে তিনি আমাদের প্রেম করেছেন, তা নয়। পরিবর্তে, বাইবেল আমাদের শিক্ষা দেয়, আমরা ঈশ্বরকে প্রেম করি, যেহেতু তিনি আমাদের প্রথমে প্রেম করেছেন (১যোহন ৪:১০)। একইভাবে, আমাদের পরিত্রাণ কেবল ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে, আমাদের কোনও বিষয়ের উপর নয় (রোমীয় ৯:১৬)।

অন্যদিকে, ঈশ্বরের মনোনয়ন যদিও তাঁর সার্বভৌম কাজের ফল, তথাপি তা **অযৌক্তিক** বা **অন্যায্য** নয়। **এষৌকে** দেখলে আমরা সহজে বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারি। এমন নয় যে, এষৌ মরিয়া হয়ে ঈশ্বরের মনোনীত সন্তান হতে চেয়েছিল, কিন্তু ঈশ্বর তাকে নির্দয়ভাবে দূর করে দিয়েছিলেন, তাঁর মনোনীত সন্তানদের একজন হতে বাধা দিয়েছিলেন। না, তা সত্য নয়, এষৌ দু-বার তার আধ্যাত্মিক অধিকারকে তুচ্ছজ্ঞান করেছে। প্রথমত, এক বাটি ডালের পরিবর্তে সে তার জ্যেষ্ঠাধিকার তার ভাইয়ের কাছে বিক্রি করেছে। দ্বিতীয়ত, এখানে সে ঈশ্বরের মনোনয়নের প্রাথমিক লক্ষ্য উপেক্ষা করেছে: ঈশ্বরের উদ্দেশে পৃথকীকৃত, পবিত্র জাতির সৃষ্টি। এমন পরিস্থিতিতে, মনোনীত না হবার বিষয় এষৌ কোনও প্রতিবাদ করতে পারে না।

অন্যদিকে, আমাদের এ-ও দেখতে হবে যে, এষৌর তুলনায় খুবই চমৎকার ব্যক্তি হবার কারণে ঈশ্বর **যাকোবকে** মনোনীত করেননি। প্রথম জীবনে যাকোব হল এমন কূট ব্যক্তি, যে নিজের আখের গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত, এবং দেখেও না দেখার ভান করতে ওস্তাদ। তথাপি, তার প্রতি ঈশ্বরের সার্বভৌম অনুগ্রহের মনোনয়ন থাকায়, ঈশ্বর যাকোবকে পরিবর্তিত করতে চলেছেন, এবং তাকে এমন ব্যক্তিতে পরিণত করতে চলেছেন, যাকে তিনি ব্যবহার করতে পারবেন। সত্য হল, যদিও যাকোব বা এষৌর মধ্যে কেউই ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাবার যোগ্য ছিল না; তথাপি ঈশ্বরের সার্বভৌম অনুগ্রহ যাকোবের প্রতি ছিল, যা যাকোবের হৃদয় পরিবর্তিত করেছিল।

আমাদের ক্ষেত্রেও এই কথা একইভাবে প্রযোজ্য। আমাদের মনোনয়ন ও আমাদের পরিত্রাণ সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের অনুগ্রহের ফল। আপনি অন্যদের থেকে বেশি ভালো, বা বেশি বুদ্ধিমান, বা বেশি সুন্দরী, বা বেশি পবিত্র হওয়ার কারণে ঈশ্বর আপনাকে মনোনীত করেননি। ঈশ্বর আপনাকে এই কারণেও মনোনীত করেননি যে, তিনি তাঁর পূর্বজ্ঞানে দেখেছিলেন, অন্যরা যখন তাঁকে বিশ্বাস করবে না, তখন আপনি কেবল তাঁকে বিশ্বাস করবেন। বাইবেল বলে, আমরা যখন নোংরা পাপী ছিলাম, তখনও তিনি তাঁর **অনুগ্রহে** আমাদের মনোনীত করলেন। তাঁর সেই অনুগ্রহেই আমরা পৃথিবীতে আমাদের জীবন ক্রমশ

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

যাপন করে থাকি।

এখন যারা তাঁর মনোনয়ন থেকে বাদ পড়েছে, তারা কি তাঁর প্রতিবাদ করতে পারে? না, তা পরে না। কারণ, তারা তাদের পাপের জন্য বিনষ্ট হতে বাধ্য ছিল। তারা যা পেতে বাধ্য ছিল, তারা যখন তা লাভ করে, তখন প্রতিবাদ করার কী আছে? আমরা আমাদের চোখের জলে হয়ত তাদের বিনষ্টতা থেকে উদ্ধারের জন্য অনুরোধ করতে পারি, কিন্তু তারা তার পরোয়া করে না। তাদের কাছে যীশু খ্রীস্টে বিশ্বাসের দ্বারা পরিত্রাণ লাভের সম্পূর্ণ বিষয়টি হল বোকার কাজ। অন্যদিকে, মনোনীত আমরা যখন তাঁর দ্বারা তাঁর সাক্ষাতে প্রেমে পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হয়ে চলি (ইফিষীয় ১:৪), তখন আমরাও কোনও গর্ব করতে পারি না। কারণ, আমরা তা লাভ করার কোনও যোগ্যতার অধিকারী নই, একমাত্র খ্রীস্টের ধার্মিকতাই আমাদের তা দিয়েছে।

এই সত্য আমাদেরকে আরও সাহসের সঙ্গে সুসমাচার প্রচার করতে উদ্বুদ্ধ করে। আমরা সবাইকে যীশুর কাছে আসতে ও পরিত্রাণ লাভ করতে আহ্বান জানাতে পারি। এই আহ্বান সকলের জন্য, তারা যে ধরণের লোক হোক না কেন, তারা যে ধরণের কাজ করে থাকুক না কেন। খ্রীস্টের ক্রুশীয় মৃত্যু তাদের সকলের পাপের ঋণ শোধ করতে সম্ভব। কেউই এত অপরাধী বা এত নোংরা নয় যে, তাঁর কাছে আসতে পারে না। আমরা সেই খাঁটি আশায় এই আহ্বান তাদের কাছে উপস্থিত করি, যেন তারা প্রত্যেকে পরিত্রাণ পায়। কিন্তু আমাদের সুসমাচার প্রচারের পরিণাম আমাদের ঈশ্বরের সার্বভৌম ক্ষমতার উপর নির্ভর করে, যিনি জগৎ পত্তনের পূর্ব থেকে তাঁর সন্তানদের মনোনীত করেছেন।

তাই, আমাদের সুসমাচার প্রচারের মধ্যে যতই দুর্বলতা থাকুক না কেন, ঈশ্বর আমাদের প্রচারের গুণমান অনুসারে নয়, কিন্তু তাঁর পক্ষে আমাদের সাক্ষ্যকে ব্যবহার করে পরিণাম নির্ধারিত করে থাকেন। ঈশ্বরের পছন্দ অনুসারেই আমাদের প্রচার **এষৌর** মতো লোকের কানে যেতে পারে, যার কাছে সেই সমস্ত কথা বাজে কথা। আবার তা **যাকোবের** মতো লোকের কানে যেতে পারে, যার জন্য বিশ্বাসের পথ লম্বা ও কঠিন হতে পারে, কিন্তু যে শেষ পর্যন্ত তাঁকে উদ্ধার করে। আবার তা **অব্রাহামের** মতো লোকের কানেও যেতে পারে, যে তৎক্ষণাৎ বিশ্বাস করতে চায়। আমরা সবাইকেই যীশুর কাছে আসতে ও জীবন জল পান করতে আহ্বান করি।

অন্যদিকে, আমরা কি আমাদের পাপসমূহকে দেখতে পাচ্ছি? আমাদের জীবনে এমন কি কোনও দিক আছে, যেখানে আমরা বারংবার পাপে পতিত হয়েছি? যদি তা হয়ে থাকে, মন্দ সংবাদ হল, আমরা কোনও ব্যতিক্রম নই। কিন্তু উত্তম সংবাদ হল, ঈশ্বর যদি তাঁর মনোনয়নের অনুগ্রহে আমাদের ধরে থাকেন, তাহলে তিনি তাঁর সেই অনুগ্রহে আমাদের পার্থিব জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে আমাদের ধরে থাকবেন। আমাদের জীবনের সেই পাপকেও তিনি তাঁর ক্রুশের কাছে আমাদের ফিরিয়ে আনতে ব্যবহার করতে পারেন। আর একদিন, তিনিই তাঁর প্রেমে পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক করে তাঁর সামনে আমাদের উপস্থিত করবেন। ঈশ্বরের মনোনয়ন কত মহৎ!

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com